এসএমসি নিউজ

একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

ইস্যু ৩১, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

SMC
Live better

আমাদের চেয়ারম্যান সিলেট অঞ্চলে বিক্রয় এবং প্রোগ্রাম কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

এসএমসি ও এসএমসি-ইএল বোর্ড-এর চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী গত ২৬-২৮ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় এসএমসি' সেলস ও প্রোগ্রাম কর্মকান্ড পরিদর্শন করেন। সফরকালে মাননীয় চেয়ারম্যান সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলাধীন লামাকাজী পয়েন্টে জনাব মোঃ শাহনূর হোসেনের একটি ব্লু-স্টার কেন্দ্র 'মেসার্স আল-মদীনা ফার্মেসী' পরিদর্শন করেন। ফার্মেসী পরিদর্শনকালে তিনি ফার্মেসীর মালিককে মনিমিক্স এবং আমাদের ওষুধজাত পণ্য বিক্রয় বাড়ানোর পরামর্শ দেন। মাননীয় চেয়ারম্যান সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় গোল্ড স্টার মেম্বারদের (জিএসএম) বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন যেখানে ২৫ জন জিএসএম উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তব্যে জনাব চৌধুরী সর্বাধিক বিক্রিত জিএসএমদেরকে বার্ষিক উপহার প্রদানের জন্য এবং স্থানীয় চিকিৎসকদের মাধ্যমে জিএসএম-দের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। পরে তিনি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় 'নতুন দিন' কর্মসূচীর অফিস পরিদর্শন করেন। তিনি জিএসএম-দের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত মতবিনিময়ও করেন। কাজের প্রতি জিএসএম-দের উৎসাহ দেখে চেয়ারম্যান মহোদয় অভিভূত হন এবং তাদের কর্মদক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন। মূলতঃ জিএসএমগণ গ্রামের মহিলাদের কাছে এসএমসি'র পণ্য পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি এসএমসি'র উদ্ভাবিত পদক্ষেপ যেটা শুধুমাত্র কোম্পানীকেই লাভবান করেনি বরং গ্রামের মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

জনাব চৌধুরী সিলেট শহরের স্থানীয় একটি হোটেলে সিলেট অঞ্চলের সেলস, প্রোগ্রাম এবং ফার্মা টিমের সাথে একটি সভায় অংশ নেন। তিনি কোম্পানীর সদস্যদের মধ্যে সার্বিক সমন্বয় বাড়াতে এবং "One SMC-Two Companies" স্লোগানকে সমুন্নত রাখার পরামর্শ দেন। অন্যান্যের মধ্যে চেয়ারম্যানের সাথে ছিলেন চীফ অফ প্রোগ্রাম অপারেশনস জনাব তছলিম উদ্দিন খান; সেলস ম্যানেজার, সিলেট, জনাব মোহম্মদ বাহাউদ্দিন খন্দকার এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন।

ইউএসএআইডি-এর ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ এসএমসি ব্লু-স্টার প্রোগ্রামের কর্মকাণ্ড দেখে মুগ্ধ

ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)-এর ডিরেক্টর, ওপিএইচএনই, মিঃ জেরসেস সিদ্ধ-এর নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল গত ২৯শে অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় এসএমসি'র ব্লু-স্টার প্রোগ্রাম পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ উখিয়ার সোনারপাড়া বাজারের মাতবর মার্কেটে অবস্থিত শ্রী উল্লাস কুমার ধরের মালিকানাধীন 'এস এস কেয়ার হোম' ফার্মেসী ঘুরে দেখেন এবং ব্লু-স্টার প্রোগ্রামের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান এবং হেড অফ ট্রেনিং অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারী ডাঃ সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং এসএমসি'র অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউএস-এআইডি'র সিনিয়র ফ্যামিলি প্ল্যানিং এডভাইজার ডাঃ আলিয়া এল মোহান্দেস।

এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান এসএমসি'র কার্যক্রম বিশেষত ব্লু-স্টার প্রোগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দকে অবহিত করেন, যার মধ্যে ছিলো সম্প্রতি চালু হওয়া গ্রোথ মনিটরিং এবং প্রচার পরিষেবাদি। প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ ব্লু-স্টার প্রোভাইডারের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যেমন: গ্রাহকের প্রবাহ, গোপনীয়তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ইনজেক্টেবল প্রদান পদ্ধতি, পরামর্শ প্রদানের নানাবিধ কৌশল এবং রিপোর্টিং পদ্ধতি। মিঃ সিদ্ধ এবং প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ বিএসপি রেজিস্টারও পরীক্ষা করেন এবং ব্লু-স্টার প্রোগ্রামের সামগ্রিক কার্যক্রম দেখে অভিভূত হন।

শিশু উন্নয়নে অবদানকারীদের প্রতি আরটিভি ও এসএমসি'র বিশেষ সন্মাননা

বাংলাদেশে শিশু উন্নয়ন খাতে অসামান্য অবদান রাখার জন্য গত ডিসেম্বর ১৩, ২০১৯ তারিখে ঢাকার একটি স্থানীয় হোটেলে আরটিভি 'এসএমসি মনিমিক্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' এর গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে আরটিভি এবং দৈনিক কালের কণ্ঠ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিশেষ ফিচারসমূহ প্রকাশ করে। এই বছর ছয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে এই সন্মাননায় ভূষিত করা হয়। পুরস্কার গ্রহণকারীগণ তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শিশুদের উন্নয়নের জন্য তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে এসএমসি ও এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী; এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোঃ আলী রেজা খান; এসএমসি'র চীফ অফ প্রোগ্রাম অপারেশনস জনাব তছলিম উদ্দিন খান এবং ইউএসএআইডি বাংলাদেশের সিনিয়র ফ্যামিলি প্ল্যানিং এডভাইসর মিসেস আলিয়া এল মোহান্দেস, সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। মনিমিক্স প্রচারের অংশ হিসাবে, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আগে জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, টিভি শিল্পী এবং চলচ্চিত্র তারকাদের উপস্থাপনাসহ একাধিক প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন টেলিভিশন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো মনিমিক্স ব্র্যান্ডটিকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি প্রোগ্রামটির সর্বাধিক ভিউয়ারশিপ পাওয়া। আশা করা যায় যে 'আরটিভি এসএমসি মনিমিক্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' বাজারে মনিমিক্স ব্র্যান্ডকে জনপ্রিয় করার জন্য হাইপ তৈরি করবে।

অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মানজনক পুরষ্কার গ্রহণ করেছে এসএমসি ইএল

জেলা বিভাগে উৎপাদন খাতে সর্বাধিক মূল্য সংযোজন কর (মূসক) প্রদানকারী সংস্থাগুলির অন্যতম সংস্থা হবার জন্য এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (এসএমসি ইএল) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক সম্মানিত হয়েছে। গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি যমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এনবিআর এই সম্মাননা প্রদান করে। এসএমসি ইএল-এর চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার জনাব আবুল বশীর খান এফসিএমএ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব এ এইচ এম মোস্তফা কামাল এফসিএ'র কাছ থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই সন্মাননা গ্রহণ করেন। সন্মাননাতে রয়েছে একটি ক্রেস্ট এবং প্রশংসাপত্র।

এনবিআর ২০০৫ মূসক নীতিমালার ভিত্তিতে সংস্থাগুলিকে সম্মাননা প্রদান করেছে যেখানে বলা আছে যে কোনো ফার্ম যদি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি ভ্যাট প্রদান করে এবং তার সাথে কোন আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ, বিচারাধীন মামলা বা কোন কর ও ব্যাংক ঋণ খেলাপি না হয়ে থাকে তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান পুরস্কার পাবার যোগ্যতা অর্জন করবে। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে প্রবর্তিত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট); জাতীয় কোষাগারের সর্বাধিক রাজস্ব প্রদানকারী খাত এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রয়াসে এনবিআর টানা ১৪ বছর সর্বোচ্চ ভ্যাট পরিশোধকারী সংস্থাগুলিকে এই সম্মাননা প্রদান করে আসছে।

কুমিল্লার “শচীন মেলায় এসএমসি উপস্থিত থেকে তার খাবার পানি বিতরণ করে

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক ও সংগীতশিল্পী শ্রী শচীন দেব বর্মণের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী “শচীন মেলা-২০১৯”-এ এসএমসি ইএল অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষে এসএমসি ইএল গত ১৬ই অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে এসএমসি ইএল-এর পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকার চেক এবং ২৪০০ পিস ৫০০ মিঃলিঃ ‘SMC Purified Drinking Water’ হস্তান্তর করা হয়। এই মেলায় ১৮টি স্টল রয়েছে যেখানে শচীন দেব বর্মণের জীবন বৃত্তান্ত, কুমিল্লার ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের পরিচিতি তুলে ধরা হয়।

এসএমসি ইএল-এর তদানিন্তন হেড অফ রিজিওন, ঢাকা এবং ইস্ট ডিভিশন (বর্তমানে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, সেলস এবং সেলস ডিভিশনের প্রধান), জনাব চন্দ্রনাথ মণ্ডল, কুমিল্লার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আবুল ফজল মীরের হাতে চেক এবং ‘SMC Purified Drinking Water’ হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব কাইজার মোহাম্মদ ফারাবী এবং কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আরফানুল হক রিফাত। তিনটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা যথাঃ ডাক প্রতিদিন, দৈনিক আমাদের কুমিল্লা এবং দৈনিক বাংলার আলোড়ন এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য, শ্রী শচীন দেব বর্মণ ১৯০৫ সালের পহেলা অক্টোবর কুমিল্লা নগরীর দক্ষিণ চর্থায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি চলে যান কোলকাতায় এবং সেখানে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি সপরিবারে মুম্বাই চলে যান। মুম্বাই চলচ্চিত্র জগতে শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের মর্যাদাও লাভ করেন। শ্রী বর্মণ ১৯৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর পরলোকগমণ করেন।

চট্টগ্রামের স্কুলছাত্রীদেরকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান

আমাদের চট্টগ্রাম এরিয়া অফিস সম্প্রতি “ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির অনুশীলন” বিষয়ের উপর একটি স্কুল অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে এবং সেখানে স্কুল ছাত্রীদের কাছে জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ তুলে ধরে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম শহরের খুলশীর আওতাধীন পাহাড়তলীতে ওয়্যারলেস ঝাউতলা কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ে এই অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর মোট ৭৫০ জন ছাত্রী এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। মাসিক স্বাস্থ্যবিধির একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্যানিটারি ন্যাপকিন, বিশেষ করে এসএমসি’র জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠানটি একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম ছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ওয়্যারলেস ঝাউতলা কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ মহসিন এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের রিজিওন্যাল কনসালট্যান্ট ডাঃ শেহেলি নার্গিস, এফসিপিএস উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ নার্গিস মাসিক স্বাস্থ্যবিধির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং উপস্থিত স্কুলের ছাত্রীদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি ছাত্রীদেরকে জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিনের বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধাগুলি বর্ণনা করেন এবং ব্যবহার করার পরামর্শও দেন। অধিবেশন শেষে এসএমসি উপহার হিসাবে সকল ছাত্রীদের কাছে ৭৫০ প্যাক জয়া ৮ বেল্ট স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করে এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠান কেন্দ্র থেকে ছাত্রীরা প্রায় ২০০ প্যাক ক্রয় করে। অনুষ্ঠানটি খুব সফলভাবে পরিচালিত হয় এবং ছাত্রীরা জয়া’র নমুনা পাবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের সেলস ম্যানেজার জনাব আবদুল্লা আল মামুন এসএমসি’র উদ্যোগ এবং দেশের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি খাতে অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অন্যান্যের মধ্যে এসএমসি’র চট্টগ্রাম এরিয়া অফিসের কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়ায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের জন্য ওরস্যালাইন-এন প্রদান করে এসএমসি

মশাবাহিত রোগ ‘ডেঙ্গু’-এর প্রাদুর্ভাবের সময়ে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের বগুড়া এরিয়া অফিস সম্প্রতি বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে (এসজেডএমসিএইচ) ওরস্যালাইন-এন প্রদান করে। ওরস্যালাইন-এন এর সাথে আই.ভি. স্যালাইন একত্রে হস্তান্তর করা হয় স্থানীয় একটি অলাভজনক সংস্থা ‘রিহ্যাবিলিটেশন ফর অ্যাবিউজড চাইল্ড’ (আরএসি) এর পক্ষ থেকে। এসএমসি ইএল-এর তদানিন্তন হেড অফ রিজিওন, নর্থ ডিভিশন, জনাব কাজী মোঃ জাফরুল্লাহ (বর্তমানে হেড অফ রিজিওন, ইস্ট-ওয়েস্ট) হাসপাতাল প্রাঙ্গণে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসজেডএমসিএইচ-এর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ গোলাম রসুলকে ৪,০০০ স্যাশেট ওরস্যালাইন-এন হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া এরিয়ার সেলস ম্যানেজার জনাব আবুল হায়াত মোঃ কামাল এবং সিনিয়র এরিয়া এক্সিকিউটিভ জনাব মোঃ শামসুল আলম।

নিরাপদ এবং সুপেয় পানি পান করার আশ্বাস দেয় এসএমসি'র খাবার পানি

এসএমসি ইএল গত ১৫ই অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাজারে নিয়ে এলো খাবার পানির ব্র্যান্ড "SMC Purified Drinking Water"। এই ব্র্যান্ড এসএমসি'র পক্ষ থেকে সুরক্ষা এবং বিশুদ্ধতার সাথে শতভাগ জীবাণু মুক্ত খাবার পানি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

"SMC Purified Drinking Water" এ একটি সুনির্দিষ্ট পিএইচ ভারসাম্য রয়েছে যা প্রতিদিনের হাইড্রেশনে সহায়তা করে। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্ল্যান্টে তৈরী এই খাবার পানিতে পরিস্রাবণ এবং প্যাকেজিংয়ের সময় কোন রাসায়নিক পদার্থ যুক্ত হয় না। এই পানি ওজোন ট্রিটমেন্ট, রিভার্স অসমোসিস এবং ইউভি লাইটসহ সাতটি ধাপে বিশুদ্ধ করা হয় যাতে গ্রাহকরা উচ্চমানের, খাঁটি, পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর খাবার পানি পান করতে পারেন। আকর্ষণীয় প্যাকেজিং সহ এই বোতলের রয়েছে অনন্য আকৃতি ও সহজ গ্রিপ।

"SMC Purified Drinking Water" এর স্লোগান হলো "নিরাপদ পানি, নিরাপদ জীবন" এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেট তারকা জনাব সাকিব আল হাসান এই পণ্যের পণ্যদূত। বাজারে আসার পর থেকে ব্র্যান্ডটি খুব দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ঢাকার কূটনৈতিক পাড়ায় 'এসএমসি পিউরিফাইড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার'

গুলশান-২ লেক পার্ক রাজধানী ঢাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় এবং উচ্চ সামাজিক শ্রেণীর মানুষ ঘুরতে আসেন। এই অবস্থানটিতে একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড উপস্থিতি আমাদের ব্র্যান্ডগুলোকে সর্বাধিক অভিজাত গোষ্ঠীর গ্রাহকদের কাছে প্রদর্শন করার সুযোগ দেবে যারা সমাজের সর্বাধিক শক্তিশালী মতামত প্রদানকারী ব্যক্তিত্ব। এই সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্য এসএমসি গুলশান-২ লেক পার্কে ভেন্ডিং মেশিন সহ একটি ওয়াটার স্টেশনে কেবলমাত্র 'এসএমসি পিউরিফাইড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার' দিয়ে এক বছরের জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ব্র্যান্ডিং করেছে।

সম্প্রতি এসএমসি ইএল তার নোরিক্স ১ - ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল (ইসিপি)-কে কেন্দ্র করে একটি বিজ্ঞাপন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে যার মধ্যে ছিলো টিভি কমার্সিয়াল, প্রেস বিজ্ঞাপন, রেডিও কমার্সিয়াল এবং ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন। ক্যাম্পেইনটি অরক্ষিত যৌন মিলন প্রতিরোধকল্পে সহজ এবং আকর্ষণীয় থিম তথা "ওয়ান পিল সলিউশন"-এর ভিত্তিতে তৈরি হয়।

অবিনতা কবির ফাউন্ডেশন স্কুলকে জয়া প্রদান করলো এসএমসি

সিএসআর-এর উদ্যোগের অংশ হিসাবে সম্প্রতি এসএমসি তার জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিনের ৩০০ প্যাক ঢাকাস্থ অবিনতা কবির ফাউন্ডেশনকে প্রদান করে যা নারী স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করবে। পণ্যগুলি অবিনতা কবির ফাউন্ডেশন স্কুলের সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হবে।

সম্প্রতি এসএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এসএমসি ও এসএমসি ইএল-এর কোম্পানী সেক্রেটারি জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ জুবায়ের আলী এফসিএমএ জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন অবিনতা কবির ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেন। এসএমসি'র এধরণের মহৎ উদ্যোগের জন্য ফাউন্ডেশনটি ধন্যবাদ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করে।

প্রধান সম্পাদকঃ মোঃ আলী রেজা খান; **প্রকাশনা ও সার্কুলেশনঃ** কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট; **কৃতজ্ঞতাঃ** সকল বিভাগকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার জন্য;
ঠিকানাঃ এসএমসি টাওয়ার, ৩৩ বনানী বা/এ, রোড - ১৭, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ +(৮৮০২) ৯৮২১০৭৪-৮০, ৯৮২১০৯০, ৯৮২১০৯৩, **ওয়েবসাইটঃ** www.smc-bd.org